ঝিভ্রমণে ফাদার র‍্যাম্বো

দেবু দত্তগুপ্ত

বাকিংহাম প্যালেস লক্ষ ঝাড়বাতির নিচে, ইয়োরোপ আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্ভ্রান্ত সব দাগি মানুষদের বর্ণাঢ্য সম াবেশে জেনারেল শোয়ার্ৎস্‌কফকে নাইটহুড দিলেন রাণী এলিজাবেথ।

মানব সভ্যতায় কোন স্থায়ী অবদানের জন্য মার্কিন সেনাপতি রক্ষণশীল আর কেচ্ছা- কেলেঙ্কারিতে অভিজাত বৃটিশ র াজতন্ত্রের সর্বোচ্চ সম্মান পেলেন?

সে কৃতিত্ব মোটেই হেলাফেলার নয়। মাত্র সাতদিনে ইরাকের নারী - শিশু - বৃদ্ধা সহ প্রায় তিন লক্ষ সন্ত্রাসবাদীকে নিকেশ করার কাজটা এই মার্কিন সেনাপতি নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করেছিলেন। শুধু তাই নয়, পরবর্তী পাঁচ বছরে আরও দশ থেকে কুড়ি লক্ষ সন্ত্রাসবাদীর মৃত্যুটাও নিশ্চিত করেছেন এই বীর পুঙ্গব। হাজার বছরের যুদ্ধের ইতিহাস ঘেঁটেঘুঁটে এই বিরল বীরত্বের দ্বিতীয় কোন নজির মেলেনি। সুতরাং সেনাপতি শোয়ার্ৎস্‌কফ স্যার হয়েছেন।

।। দুই ।।

ইরাক যুদ্ধ-পরবর্তী কাল থেকে আমরা একটা নতুন যুগে প্রবেশ করেছি। সন্তান স্নেহে যে দামাল শিশুটিকেস্নায়ুবিদারক হিংসার তীক্ষ্ণ দাঁতে নখে বহুযত্ন আর চূড়ান্ত পাশবিকতায় বড় করা হল, এক রাতের শলা - পরামর্শে, আপন মতাদর্শের গর্ভে লালিত সেই যুবকের মাতৃত্ব-পিতৃত্ব অস্বীকার করে সুতীক্ষ্ণ মারণাস্ত্র নিয়ে তাকেই বিকলাঙ্গ করে দিতে মুহূর্তের দ্বিধ ায় আছন্ন হয় না এখন রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদ।

নির্মোহ সেই পাশবিকতা ১৯৯১-এর ইরাক যুদ্ধে প্রত্যক্ষ করেছি আমরা। ইলেকট্রনিক ওয়ারফেয়ারের অভাবনীয় নির্মমত া সারা বিশ্বের মানুষের কাছে চোখ ধাঁধানো আতশবাজির খেলা কিংবা ভিডিও গেমসের মতই মজাদার মনে হয়েছে।

মার্কিন সংবাদপত্রও এই মজাদার যুদ্ধের বিবরণ দিয়েছে এভাবে- 'Ring your church bells and rejoice in such a great victory: a military operation of almost aesthetic beauty

যেন আলোকের ঐ ঝর্ণাধারার নিচে কোন ধ্বংস্তুপ নেই, হাসপাতাল, স্কুল, ওষুধ, কারখানা, পরিশ্রুত পানীয় জলধার, নিউক্লিয়ার এনার্জি স্টেশন, বিশ্ববিদ্যালয়, নাসাবি, কিন্ডার গার্টেন, পাঁচ লক্ষ নাগরিক, সুবিপুল মাংসপিণ্ড আর পর্বত প্রম াণ ইট-কাঠ কংক্রিটের নিখাত মিশ্রণ নেই, নেই বিস্তীর্ণ বালিয়াড়ির নিচে লক্ষাধিক সেনা আর স্বেচ্ছা সেনানীর মৃত এবং অর্ধমৃত ছিন্নভিন্ন দেহ - এসব কিছুই নেই সেই আতশবাজির নিচে জমাট অন্ধকারে।

পিছু হঠতে থাকা ইরাকি সেনাবাহিনীর পেছন থেকে আকাশ হানায় নির্বিচারে হত্যা করার অভিযানে সাদ্দাম বাহিনীকে ম ানুষের মর্যাদাও দেয়নি ইয়াঙ্কি সন্ত্রাসবাদীরা।

মার্কিন - ভাষ্যে ইরাকিদের হত্যা করার উল্লসিত শব্দাবলি হচ্ছে --- 'duck shoot', 'rat shoot', 'shooting fish in a barrel.'

ঐ ভেল্কি - যুদ্ধের শেষে এখন পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে, যে কোনো দেশে, যে কোনও সময় টমহক আর বুইজ মিসাইল অ াঘাত হানতে পারে স্বাধীন দেশের সংরক্ষিত সীমানা, সার্বভৌমত্ব আর আন্তর্জাতিক সভ্য - রীতির সমস্ত বোঝাপড়াকে নস্যাৎ করে।

এই পৃথিবীর সবচেয়ে হিংস্র রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদীই এখন সন্ত্রাসবাদকে খুঁজে বেড়াচ্ছে ঝিজুড়ে ইরাক যুদ্ধ থেকে রাষ্ট্রসঙেঘর বৈধতা নিয়ে যে সন্ত্রাসের শু, এখন পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষমতাধর রাষ্টশক্তির সেটাই সরকারি মতবাদ।
সুদান, আফগানিস্তানে ডাইনি খোঁজার সেই অভিযানেরই সূত্রপাত হয়েছে।
এই সন্ত্রাস যে যুদ্ধ থেকে আন্তর্জাতিক বৈধতা আদায় করেছে, ১৯৯১ -এর ইরাক যুদ্ধের নেপথ্যে সেই আলো - আঁধা রির ভয়ঙ্কর প্রস্তুতি কাহিনী সম্প্রতি জানা যাচ্ছে। গুত্বপূর্ণ এবং অবিশ্বাস্য সেই সম্পর্কে বিভিন্ন তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট দেখা যেতে পারে।
।। তিন।।
১১মে, ১৯৯১, প্রাক্তন মার্কিন এ্যাটর্নি জেনারেল র‍্যামসে ক্লার্ক উপসাগরীয় যুদ্ধে প্রকৃত ঘটনা অনুসন্ধানে 'International Commission of Inquiry and War Crime Tribunal গঠন করেছিলেন।
টেলিভিশন ও গণমাধ্যমের অন্যান্য ক্ষেত্রে এই অত্যাধুনিক ইলেকট্রনিক যুদ্ধের যে চেহারা প্রদর্শিত হয়েছিল, মার্কিন, বৃটিশ ও অন্যান্য পশ্চিম ইয়োরোপের দেশগুলির সরকার এবং বিভিন্ন স্বার্থান্বেষীর তরফে যুদ্ধের পক্ষে যে বিভ্রান্তির ধুলিঝড় তোলা হয়েছিল --- তার মধ্যে থেকে প্রকৃত সত্যকে উদ্‌ঘাটন করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। স্বভাতই ক্লার্কের এই কমিশনকে সম্পূর্ণত উপেক্ষা করেছিল গণমাধ্যম।
প্রেসিডেন্ট জনসনের সময়ে র‍্যামসে ক্লার্ক ছিলেন মার্কিন যুত্তরাষ্ট্রের চীফ ল অফিসার। যুদ্ধ - অপরাধীদের বিচারের ক্ষেত্রে তিনি সর্বোচচ স্তরের বিশেষজ্ঞ তো বটেই---সুদীর্ঘ কর্মজীবনের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি বুঝেছিলেন যে আইন নিরপেক্ষ থ াকে না।
ক্লার্ক কমিশন ১৯৭৭ -এর জেনিভা প্রোটোকল এবং ১৯৪৯ -রে জেনিভা কনভেনশনের আইন - নির্দেশিকার মধ্যে থেকেই তাঁর অনুসন্ধান শু করেছিলেন। আন্তর্জাতিক যে নির্দেশিকায় বলা হয়েছিল -- 'prohibits attacks on objects indispensable to the survival of the civilian population, such as foodstuff, agricultural areas … crops, livestock, drinking water installation and supplies and irrigation works,'
জেনিভা প্রোটোকলে আরও বলা হয়েছিল যে, 'dams, dyke and nuclear electrical generating stations shall not be made the object of attack, even where these object of attack are military objectives, if such an attack may cause the release of dangerous forces and cones – quest severe losses among the civilian population …'
অনুসন্ধানের আগেই কমিশনের কাছে নিকৃষ্ট ধরনের ইচ্ছাকৃত যুদ্ধ - অপরাধের বিপুল তথ্যপ্রমাণ জমা হয়। ১৯৯১ -এর জানুয়ারি ১৬ থেকে ফেব্রয়ারি ২৭-এর মধ্যে মার্কিন বিমানবাহিনীঃ কমিশনের মতে -- 'carried out the most sophisticated and violent air assault in history against a virtually and civilians life sustaining facilities has resulted in the destruction of the Iraqi economy and urban infrastructure.'
এইসব তথ্য অসংখ্য প্রামাণ্য সূত্র থেকে সংগৃহীত হয়েছিল। এর মধ্যে অন্যতম ছিল রাষ্ট্রসঙেঘর সেক্রেটারি জেনারেলের নিজস্ব অনুসন্ধান দলের রিপোর্ট।
সেক্রেটারি জেনারেলের রিপোর্টে সুনির্দিষ্টভাবে বলা হয়--- 'due to the bombing Iraq has, for long time to come, been relegated to a preindustrial age and left in near apocalyptic state with even sewage treatment and purifying plants brought to a virtual stand – still.' এই অকল্পনীয় ধবংসের সামান্য আভাস ছিল 'New statesman', এবং 'Guardian' পত্রিকায়। আর অতলস্পর্শী এই যুদ্ধের একটি স্নায়ুবিদারক ফোটোগ্রাফ স ারা ঝি দেখেছিল। 'Observer' পত্রিকায় প্রকাশিত, ইরাকের বাসরা রোডের দিগন্ত বিস্তৃত ধবংসাবশেষের মধ্যে, রক্তে, ক াদায়, আগুন আর মভূমির শুষ্কতায় অঙ্গার, এই ইরাকি মৃত সৈনিকের ফোটোগ্রাফ !
ক্লার্ক কমিশন প্রা করেছেন যে--- যে যুদ্ধে তিন থেকে পাঁচ লক্ষ ইরাকি নিহত হয়েছে--- 'Yet we are left with just this one icon, why?'
ক্লাস্টার আর নাপাম বোমা বর্ষণের পর ইরাকি ট্রেঞ্চগুলির একটিও ফি ল্ম ফ্লেম আমরা দেখতে পেলাম না কেন? দেড়শ কিলোমিটার সুদীর্ঘ ট্রেঞ্চ, সুগভীর ব্যাঙ্কারে স্তূপীকৃত মৃতদেহ, বুলডোজিং করে জীবন্ত আর আহত ইরাকিদের বালিচাপা দেওয়ার একটি ফোটোগ্রাফও কেন গণমাধ্যমের কোথাও প্রকাশিত হল না?

যুদ্ধ আর যুদ্ধ অপরাধীদের যখন বিচার হবে, তখন এইসব রক্তহিম করা মৃত্যুর দৃশ্যগুলি কী অমোঘ সাক্ষ্য বহন করে, সেটা জানা ছিল। মার্কিনীরা জানত যে নাৎসী কনসেনট্রেশন ক্যাম্পগুলিতে এভাবেই অগণন মৃতদেহ, কখনও কখনও জীবিতদের বুলডোজারে চাপিয়ে এনে ফেলা হত বিস্তীর্ণ গহ্বরগুলিতে। সেই অসহনীয় স্নায়ুবিদারক ফোটোগ্রাফিক এভিডেন্সের দুঃসহ স্মৃতি এখনও মুছে যায় নি মানুষের মন থেকে। নুরেমবার্গে ফ্যাসিস্ত নাৎসি যুদ্ধ অপরাধীদের বিচারে তেমন পর্বত - প্রমাণ ফোটোগ্রাফগুলি কী অকাট্য হিসাবে কাজে লেগেছিল - একথা ভুলে যায় নি ইয়াঙ্কি সন্ত্রাসবাদী যুদ্ধবাজরা।

হিরোশিমা - নাগাসাকির মানুষের প্রতি বর্বরতার সমস্ত দৃশ্য - সাক্ষ্যকে যেমন চূড়ান্ত গোপনীয় চিহ্নিত করে তেইশ বছর ধরে বিশ্ব - বিবেকের অন্তরালে রাখা হয়েছিল তেমনটা কি এখানেও হবে?

আণবিক বোমায় বিধ্বস্ত এই দুটি শহর ১৯৪৫ - এর ৬ এবং ৯ আগষ্টের পর, ৩৬দিন, কার্যত বিশ্বের বৃহত্তম বর্জ্য এবং পরিত্যক্ত শহর ছিল। সেই তীব্র প্রাণঘাতী তেজস্ক্রিয়তার মধ্যেই 'The Scientific Research Council', জাপানের শিক্ষা দপ্তরের এই সংগঠনের অকুতোভয় চিহ্নবাহী মৃত আর জীবন্ত মানুষের অস্থি, চামড়া, কোষ, টিস্যু, চক্ষু, লিভার, হৃৎপিন্ড, কিডনি, মজ্জা আর মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষের অসংখ্য স্যাম্প্‌ল্‌। কিন্তু জাপ-বিজ্ঞানীদেরর সংগৃহীত এইসব মহামূল্যবান প্যাথোলজিক্যাল স্যাম্প্‌ল্‌ গায়ের জোরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে যায় ইয়াঙ্কি সেনাবাহিনী,তাদের গবেষণাগারে মৃত্যুর আয়োজনকে আরও ব্যাপক এবং ধ্বংসাত্মক করার প্রয়োজনে।

আর এক কারণ আছে এই নিকৃষ্ট চৌর্যবৃত্তির। পারমাণবিক বোমার ধ্বংসাত্মক ক্ষমতার অভিঘাত মানুষের শারীরবৃত্তের মধ্যে বংশানুক্রমে যে যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুবীজ রেখে যায়, তার বাস্তব প্রমাণকে গোপন করা।

পরবর্তী তিন দশকের জাপান সেই ভয়ঙ্কর ক্ষত মুছে প্রবল পরাক্রমে মাথা তুলেছে বিশ্বঅর্থনীতির অপ্রতিরোধ্য সুপারপাওয়ার হিসাবে। জাপানের জনগণও দাবি তুলেছে হিরোশিমা - নাগাসাকির সমস্ত সংগৃহীত প্যাথোলজিক্যাল এভিডেন্স ফেরৎ দেওয়ার। জনমতের চাপে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাধ্য হয়েছে চুরি করা সমস্ত নমুনা - সংগ্রহ ফেরৎ পাঠাতে।

দশ বাক্স টিস্যু স্পেসিমেন, আঠারো বাক্স প্যারাফিন ব্লক, পঁচিশ বাক্স স্লাইড, তিন বাক্স ফোটোগ্রাফ, প্যাথোলজিক্যাল অন্যান্য নমুনা বাহান্ন বাক্স, জাপানী বিজ্ঞানীদের সংগৃহীত এই সমস্ত নমুনা - সংগ্রহ জাপানে ফেরৎ এসেছে ১৯৭৩ সালে।

ক্লার্ক কমিশনের অন্যতম সদস্যা লিন্ডা স্কাবেডলি পত্রিকার সম্পাদকের কাছে এই সত্যই জানতে চেয়েছিলেন। এক ক্রুদ্ধ চিঠিতে লিখেছিলেন লিন্ড---'Do we even care about the other version of reality that exists beyond the media?'

।।চার ।।

গণমাধ্যমের এই নীরবতা, অত্যাধুনিক তথ্য - প্রযুক্তির এই অন্ধত্ব রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদেরই অবিভাজ্য অঙ্গ, ক্লার্ক কমিশন এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছেছিলেন।

কেননা বৃটিশ মন্ত্রিসভার তদানীন্তন সদস্য ডগলাস হার্ড তাঁর কূটনৈতিক, ব্যাবসায়ী জীবন শু করেছিলেন বাগদাদে, সাদ্দাম হোসেনের কাছে, মারণাস্ত্রের 'High level Salesman' হিসাবে।

যে শত্রকে তাঁরা এতদিন ধরে শুধু মুনাফা, আঞ্চলিক আধিপত্য আর লাভজনক ঠান্ডাযুদ্ধের ইন্ধন জোগাতে রাসায়নিক আর জীবাণুযুদ্ধের মারণ ক্ষমতায় শক্তিশালী করে তুলেছেন --- সেই বড় খরিদ্দারের বিদ্ধে সন্ত্রাসবাদী যুদ্ধ নিয়ে প্রকৃত সত্যটা বলা যায় না।

এমন কী, বৃটিশ জনগণের কাছে এই শোকবার্তাও পৌঁছে দেওয়া যায় না যে ইরাক যুদ্ধে মার্কিণীদের 'friendly fire" - এ বৃটিশ আর্মির বেশ কয়েকজন সৈন্য নিহত হয়েছে। নিহত হয়েছে ফরাসি সৈন্যরাও।

এইসব অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যু সংবাদের ওপরেও বসেছে সন্ত্রাসবাদী যুদ্ধের বড় শরিক মার্কিনী সেনসরের কাঠোর নিষেধাজ্ঞা।

ইরাকের আক্রমনের সূচনায় ওয়াশিংটন পোস্ট পত্রিকা মার্কিন জনগণের ওপরে এক সমীক্ষা চালিয়েছেন।সেই সমীক্ষা জানিয়েছিল যে--৬৩ শতাংশ দৃঢ়ভাবে মতামত ব্যক্ত করেছেন যুদ্ধের সর্মথনে। পরের দিনের সমীক্ষায় যখন প্রশ্ন করা হয় যে, যদি যুদ্ধে ১০০০ মার্কিন সৈন্য নিহত হয়, তাহলেও কি উপসাগরীয় যুদ্ধ সর্মথন করা হবে?এক লাফে যুদ্ধ সমর্থকদের

সংখ্যাটা ২১ শতাংশে নেমে এসেছিল।
এই পত্রিকাই পরে জানায়--- 'Pentagon has banned, for the first time since Vietnam, the filming of flag draped coffins arriving at Dover air force base, and estimates of American casualties have classified 'Top Secret' and 'body bags' now in the American lexicon along with Coca-Cola, have been renamed ' human remains pouches'.

।।পাঁচ ।।
ক্লার্ক কমিশন তাঁদের রিপোর্টে জানিয়েছেন যে, মে, ১৯৯০, মার্কিন প্রেসিডেন্টের শীর্ষস্থানীয় উপদেষ্টামন্ডলী 'The national Security Council, ' প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশের কাছে এক শ্বেত পত্র পেশ করেন। সেই রিপোর্টে সাদ্দাম হোসেন স ম্পর্কে বলা হয় 'The optimum contenders to replace the Warsaw Pact as the rationale for the continued cold War military spending and for putting an end to the peace dividend, '
কমিশন আরও জেনেছিল যে, মার্কিন রাষ্ট্রদূত সুনির্দিষ্টভাবে একাধিকবার সাদ্দাম হোসেনের সঙ্গে দেখা করেন। এমনও হয়, একই দিনে বিভিন্ন সময়ে, একাধিকবার সাক্ষাৎ করে তিনি প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনকে জানান যে 'Secretary of State James Baker has directed our official spokesman to emphasize this instruction from the President'
তার আগে 'The Independent' পত্রিকা জানিয়েছিল এতটা নিশ্চিত হয় কী করে?
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অসীম সাহসী সাংবাদিক হিসাবে যে কয়েকজনের পরিচয়, তাঁর মধ্যে অন্যতম জেমস্ ম্যাককার্টনের কুয়েত অনুপ্রবেশের আগেই নির্দিষ্ট ভাবে জানান যে--- 'United States has given Saddam a Green Signal for invasion.'
কুয়েতে ইরাকি অনুপ্রবেশের দুদিন আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি অফ স্টেট, জন কেলী মার্কিন কংগ্রেসে-র কাছে এক শুনানিতে জানিয়েছিলেন--- 'The United States in not committed to defend Kuwait.'
কুয়েতে অনুপ্রবেশের চারদিন আগে মার্কিন স্যাটেলাইট ইনটেলিজেন্ট কমিটির চেয়ারম্যান জানান--- 'The CIA predicted the invasion would happen when it did.'
ইচ্ছাকৃত কুয়েত আক্রমণের ফাঁদ পেতে সাদ্দাম হোসেনকে প্ররোচিত করার, এমন আরও উদাহরণ আছে।
মার্কিন - বৃটিশ অস্ত্রের বড় খরিদ্দার ক্রমশ বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠছে, শুধু তাই নয়, আরব জাতীয়তাবাদের বিপজ্জনক ভাবনাকে উসকে দিয়ে হয়ে উঠছে স্বাধীনচেতা। পানামার নরিয়েগার মতই একে ক্ষমতায় রাখা আরউচিত নয়। পানামার ঘটনা যেমন পরিকল্পিত চক্রান্তের ফলশ্রুতি, উপসাগরীয় অঞ্চলে স্থায়ী ভাবে সামরিক আস্তানা গাড়ার পরিকল্পনাও মা র্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বহুদিনের গোপন লক্ষ্য। বিশেষ করে মার্কিন বিমান বাহিনীর।

।।ছয় ।।
ইরাক যুদ্ধের আগের বছর স্বাধীন, সার্বভৌম পানামা থেকে তারই রাষ্ট্রপতিকে তুলে নিয়ে যাওয়ার ঘটনাও কমিশনের রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে।
কমিশন বলেছে--- 'The aim was to put panama, its canal and its base under direct American sovereignty, managed by other Nariegas. The Panamanian Police Chief appointed by Washington Juan Guizado, is the same thug, whose troops attacked the presidenal candidates last May.'
ক্লার্ক কমিশন বলেছেন যে -- মার্কিনীদের পক্ষে ইরাক আক্রমণ লাভজনকই হয়েছে। অস্ত্র, - ব্যবসা, পীস ডিভিডেন্ট, সমস্ত দিক থেকে একছত্র অধিপতি হিসাবে মার্কিনীদের আধিপত্য প্রাতীতভাবে প্রতিষ্ঠিত।
US House Arms Servics Committer- চেয়ারম্যান লেস এ্যাসপিন বলেছেন--- 'We are more likely or be involved in Iraq – type things panama type things, Grenada type things….
কিন্তু কুয়েতের স্বাধীনতা রক্ষার প্রাটির কী হবে? এর উত্তর দিয়েছেন এ্যাসপিন। --- Our Position should be the

protection of the oilfields. Now whether Kuwait gets put back that's subsidiary stuff.
জর্জ বুশ বলেছিলেন -- কোনও মূল্যেই ইরাক কুয়েত ছাড়তে রাজি হয়নি। মীমাংসার সমস্ত প্রচেষ্টাই তারা প্রত্যাখান করেছে।
কিন্তু যখন যুদ্ধ শু হল, তখন 'The New Work Times' পত্রিকা জানাল যে, 'The US administration feared a diplomatic track that might defuse the crisis at the cost of a few token gains for Iraq, perhaps a Kuwait island of minor border adjustment.'
কার্যত ইরাকের পক্ষ থেকে এই ধরণের প্রস্তাবই আগে এসেছিল। শুধু তাই নয়, জানুয়ারির তিন তারিখে কুয়েত থেকে সৈন্য - প্রতাহারের প্রস্তাবও পাঠিয়েছিল ইরাক। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে কোনও প্রস্তাবই গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি।
।। সাত ।।
সর্বাত্মক সন্ত্রাসবাদী এই যুদ্ধ শুধুমাত্র পার্থিব আর কয়েক লক্ষ মানব সম্পদ ধবংস করেনি, মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সংজ্ঞাকে পর্যন্ত পাল্টে দিয়েছিল।
তৃতীয় বিশ্বের জাতীয়তাবাদী, প্রগতিশীল সংস্কারপন্থী, মুক্তিকামী জনগণের আন্দোলনকে পর্যন্ত পেন্টাগনের প্রচার মাধ্যমের বিশেষজ্ঞরা--- ধর্মান্ধ, বিকৃত মস্তিষ্ক, ড্রাগ ট্রাফিকার কিংবা টেররিস্ট - নিজস্ব এই পরিভাষায় পাল্টে ফেলেছিল।
কার্যত যে প্রবণতাগুলির মধ্যে সে প্রত্যক্ষ করে নিজেরই জন্ম - প্রক্রিয়াগুলিকে, যে মনোবিকলনের মধ্যে সে হয়ে ওঠে এই পৃথিবীর হিংস্রতম রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদ।

।। আট ।।
ইরাক যুদ্ধে শুধু তিন লক্ষ, প্রথম বছরের শেষে সাকুল্যে মোট পাঁচ লক্ষ মানুষের মৃত্যু নয়, শুধু পয় - প্রণালী পানীয় জলের অবগঠন, জন নিকাশী ব্যবস্থা আর বিদ্যুতের অবগঠন ধবংস করা নয়, ইরাকের পয়সায়, ইরাকের নিজের দেশেরই মানুষের খাদ্য, শিশুখাদ্য, রোগী আর আহতদের ওষুধ, নাগরিক জীবনের অত্যাবশ্যক সমস্তকিছু কেনার অধিক ার কেড়ে নেওয়া হয়েছে অবরোধের সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে।
ক্লার্কের মতে --- এ আরেক ধরণের গণহত্যা। ধীর, প্রলম্বিত প্রক্রিয়ার, সুতীব্র মৃত্যু যন্ত্রণায় আরও কয়েক লক্ষ মানুষকে হত্যার সিদ্ধান্ত।
ইরাক যুদ্ধের শেষে, আগস্ট ছয় তারিখে, রাষ্ট্রসংঘের 'Resolution 661- এ বলা হয়েছিল যে 'Supplies considered strictly for medical purposes and humanitarian food stuffs' --- অবরোধের তালিকা থেকে এই সামগ্রীগুলিকে আবশ্যিকভাবে বাদ দিতে হবে।
কিন্তু এই প্রস্তাবের প্রতি বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা প্রদর্শন তো দুরের কথা, রাষ্ট্রসংঘের এই প্রস্তাব পেশীশক্তির জোরে অমান্য করার মধ্য দিয়ে ক্ষুধা আর রোগাত্রান্ত আরও কয়েক লক্ষ মানুষের হত্যার ব্যবস্থা ইরাকে নিছিদ্রভাবে সম্পন্ন করা হয়েছিল।
Gulf peace Team -এর সদস্য ডা এরিক হসকিনস্ ক্লার্ক কমিশনের কাছে সুনির্দিষ্ট প্রমাণসহ অভিমত জানিয়ে লিখেছিলেন--- 'Never before in history his a government been prohibited from purchasing and importing food and medicine for its own people,'
।। নয় ।।
ইরাক যুদ্ধের মধ্য দিয়ে মার্কিন সামরিক সন্ত্রাসবাদ সমগ্র তৃতীয় বিশ্বকে ধবংসাত্মক রূপান্তরের এক আচম্বিত প্রক্রিয়ার মধ্যে টেনে এনেছে।
মার্কিন সন্ত্রাসবাদী যুদ্ধ শুধু পাঁচ লক্ষ মানুষকে হত্যা, প্রলম্বিত প্রক্রিয়ার মধ্যে তার সমগ্র জনগণকে মৃত্যুর চাইতে তীব্র যন্ত্রণাদায়ক অসহায়ত্বে আচ্ছন্ন রেখে, সভ্য জীবনযাপনের নাগরিক অবগঠনকে ধবংস করেনি, মধ্যপ্রাচ্যের পরিবেশ আর সমুদ্রকে, আবহমণ্ডল আর প্রাণের সমস্ত অস্তিত্বকে সন্ত্রাসবাদী এই যুদ্ধ নিদাণভাবে বিপন্ন করেছে, বিপন্ন করেছে তৃতীয় বিশ্বের দূরতম দেশগুলিকেও।
ক্লার্ক কমিশন বলেছেন --- 'At least 40 developing countries are facing the equivalent of a natural disaster. 14 of these countries are deeply impoverished sib-saharan African countries, which

were suffering famine before the war started … the effect of the war is being felt in countries as distant as Jamaica and Paraguay …'

তৃতীয় বিশ্বকে আচম্বিতে সর্বাত্মক এক তীব্র বিপন্নতায় বিপর্যস্ত করেনি আর কোনো যুদ্ধ।

মধ্যপ্রাচ্যের তৈল - সমৃদ্ধ দেশগুলিতে শ্রমের যোগান আসত মূলত তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলি থেকে। ইরাক যুদ্ধের ভয়াবহতা তাদের তাড়িয়ে নিয়ে আছড়ে ফেলছে কর্মহীন স্বদেশ ভূমিতে। ত্রিশ লক্ষাধিক পরিবারের (ন্যূনতম দু- কোটি জনসংখ্যা) আর্থিক নিরাপত্তা, দরিদ্র দেশগুলির মহার্ঘ বিদেশি মুদ্রার স্থায়ী উপার্জন, জীবনযাপনের স্বাচ্ছন্দ্য, সমস্ত কিছু বিপন্ন হয়েছে মার্কিন সন্ত্রাসবাদী যুদ্ধের নির্দয়তায়।

১৯৯১ -এর জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে, মার্কিন রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদ যুদ্ধকে অনিবার্য করে তুলেছে, তখন এক লাফে দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে পেট্রলের দাম। তৃতীয় বিশ্বকে তা কীভাবে প্রভাবিত করেছিল, দেখা যেতে পারে।

উগান্ডার সরকারি পরিবহন ব্যবস্থা কঠোরভাবে সঙ্কুচিত করা হয়েছিল। কারখানার শ্রমিক, স্কুলের পড়ুয়া, অফিসের কর্মচারী বাধ্য হয়েছে দূরতম প্রান্তে তাঁদের কর্মস্থানে পায়ে হেঁটে যেতে।

বাংলাদেশ কিংবা বাৎসোয়ানায় কেরোসিন তেলের দ্বিগুণ মূল্যবৃদ্ধি মানে, দেশে আশি ভাগ মানুষের ঘর নিষ্প্রদীপ থাকা। যারা কেরোসিনে রান্না করেন তাঁদের কার্যত অর্ধভুক্ত থাকা।

পাকিস্তানে পেট্রলের ৪০ শতাংশ মূল্যবৃদ্ধি পরিবহন ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করেছিল।যানবাহনের ব্যয় শ্রমিক- কর্মচারীদের মোট আয়ের চার ভাগের এক ভাগ লাগত।

কুয়েত আর ইরাকে জর্ডনের সমস্ত রপ্তানি বাতিল হয়েছিল। ধনী দেশগুলির সাহায্য থেকে বঞ্চিত হয়েছিল দরিদ্র দেশগুলি। যুদ্ধের সিংহভাগ আর্থিক দায়বহন করেছিল সৌদি আরব। ফলে মিশরে নিদাণভাবে কমল সৌদি - সাহায্য। নতুন এক সঙ্কটের মধ্যে পড়ল ঋণভারে জর্জরিত মিশর।

যুদ্ধের আগে শ্রীলঙ্কার এক লক্ষ অভিবাসী শ্রমিক মধ্যপ্রাচ্যে কর্মরত ছিল। শ্রীলঙ্কার চা-এর প্রধান ক্রেতা ছিল মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলি। দারিদ্র্য বহুতর গভীর মাত্রায় ফিরে এল শ্রীলঙ্কায়।

।।দশ ।।

এই বিপর্যস্ত দেশগুলির ক্ষতিপূরণে কত টাকা লাগবে ? বিভিন্ন Development Agency -র বক্তব্য ছিল 'the cost of compensating these countries is manageable for the World Community.' Overseas Development Inst. -এর হিসাবে--- 'S 12 billion is needed to compensate the most seriously affected countries, and that this figure is considerably less than the debt that the Americans forgave Egypt in return for its support.'

১৯৯১ সালে বিশ্বব্যাঙ্কের আয় ছিল রেকর্ড পরিমাণ। যে অর্থে খুব সহজেই ইরাক যুদ্ধের ক্ষত এবং আফ্রিকা থেকে দুর্ভিক্ষের চিহ্ন মুছে ফেলা যেত।

মার্কিন রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদের সমস্ত আগ্রাসনের বৈধতা প্রদানকারী সংগঠন যেমন রাষ্ট্রসঙ্ঘ। তেমনই রাষ্ট্রসঙ্ঘের 'Banking Version' বলা হয় ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ককে।

U N Charter -এর Article 50 - তে ক্ষতিপূরণের প্রয়োজনীয় বিধানও নির্দিষ্ট আছে। বিপুল পরিমাণ অর্থও সঞ্চিত আছে তহবিলে।

ক্লার্ক কমিশন দেখিয়েছে যে, শুধু মার্কিন B - 52 এয়ারক্র্যাফট্গুলি ইরাকের ওপরে যে বোমা বর্ষণ করেছে তার জন্য মার্কিনীদের দিতে হয়েছে ৬ কোটি ২০ লক্ষ ডলার।

ইরাক যুদ্ধে যে পাঁচটি ব্রিটিশ টর্নাডো এয়ারক্র্যাফট্ ধ্বংস হয়েছিল, হয়ত ব্রিটিশদের কাছে পাওয়া ইরাকি ফাইটারের গুলিতে বিদ্ধ হয়েই, তার ক্ষতিপূরণ বাবদ ব্রিটেনকে দিতে হয়েছে ১০ কোটি ৫০ লক্ষ পাউন্ড।

এই অর্থে দুর্ভিক্ষ পীড়িত আফ্রিকার দু- কোটি মৃত্যু পথযাত্রীর এক মাসের ক্ষুধার অন্ন কত সহজেই না কেনা যেত!

পাঁচটি টর্নাডো এয়ারক্র্যাফটের ক্ষতিপূরণ শুধু নয়, প্রতি টর্নাডো পাইলটের ট্রেনিং -এর খরচ ত্রিশ লক্ষ পাউন্ড্ সাকুল্যে দেড় কোটি পাউন্ডএই অর্থও ক্ষতিপূরণ বাবদ দিতে হয়েছে। দু-দশকের অবর্ণনীয় দুর্ভিক্ষ - পীড়িতইথিওপিয়ার এক লক্ষ

কৃষক - পরিবারকে চাষের অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি আর উন্নতমানের বীজ সরবরাহ করার পক্ষেএই অর্থ কিছুটা বেশিই।
১৯৯০ এবং ১৯৯১ সালে ফুড ফর আফ্রিকা তহবিলে ব্রিটিশ সরকার যে অর্থ সাহায্য দিয়েছিল, ইরাক যুদ্ধে ব্রিটিশ অপারেশনের তা দু-দিনের খরচ।
তবুও ব্রিটিশ কূটনীতিক, নির্মোহ ডগলাস হাডল সম্প্রতি ভাড়াটে মাস্তানের মতই বলেছেন--- কুয়েতের পক্ষে ন্যায় যুদ্ধে অংশ নেওয়া বাবদ আরও অনেক কিছু পাওনা আছে। একই সঙ্গে একজন প্রকৃত প্রফেটের মতই তিনি বলেছেন--- বিশ শতকের শেষার্ধে এমন এক বিশ্ব আমরা বাস করতে চাই, যেখানে জঙ্গলের নিয়ম নয়, যুক্তিশীলবহুতর মানবিক বোধে বিশ্ব পরিচালিত হবে।
ন্যূনপক্ষে পাঁচশ বছরের ঔপনিবেশিক হিংস্র সন্ত্রাসে নেতৃত্ব দেওয়ার ঐতিহ্য সমৃদ্ধ, এক পরিণত মাংসাশী - কূটনীতিকের পক্ষে এই প্রগলভতা যে একটু বেশিই নগ্ন!

।। এগারো ।।

ইয়াঙ্কি প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ আর এক ধাপ এগিয়ে ছিলেন। ইরাকে যেদিন মার্কিনী হামলায় মৃতের সংখ্যা ছিল সবচেয়ে বেশি, জাতির উদ্দেশ্যে টিভি বক্তৃতায় সেদিনই বুশ বলেছিলেন--- মধ্যপ্রাচ্য আর উপসাগরীয় রাষ্ট্রগুলি যদি আবার অস্ত্র প্রতিযোগিতায় জড়িয়ে পড়ে তবে অত্যন্ত দুঃখজনক ব্যাপার হবে সেটা। কেননা এই অঞ্চলকে অস্ত্রমুক্ত করার জন্যই তো আমরা এখানে এসেছি।
এই শুঁড়িখানার রসিকতার তিন দিনের মধ্যেই বেরসিক 'New York Times' জানালো 'The US has emerged form the war as the gulfs premier arms seller. The White House has told Congress in a classified report, it wanted five Middle East allies to buy an S 18 billion package of top-drawer weapons. This Will Be The biggest arms sale in history.'

।। বারো ।।

ইরানের বিদ্ধে প্রায় এক দশকের ভয়াবহ যুদ্ধে লেলিয়ে দেওয়ার পর উপসাগরীয় যুদ্ধে মাত্র দু - বছর আগেই ইরাকি সৈন্যদের নতুন করে ট্রেনিং দিয়েছিল মার্কিন আর ব্রিটিশ সামরিক প্রশিক্ষকরা। কুয়েত আক্রমণের মাত্র দুমাস আগে, এমবারগোর মধ্যেও ব্রিটিশ সরকার তার অস্ত্র কারখানাগুলিকে বহু আলোচিত ইরাকি সুপারগান এবং অন্যান্য অস্ত্রের সরবরাহ অব্যাহত রাখতে উৎসাহ যুগিয়েছিল। কামানের গোলা থেকে রাসয়নিক অস্ত্র সম্ভার --- যুদ্ধের এক মাস আগে পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে পুষ্ট করে চলেছিল ইরাকি সামরিক শক্তি।
যুদ্ধ এবং পরবর্তী তিন বছরে মোট দশ লক্ষ ইরাকির হতাহতের পর এখন একটা অনেকেরই জানা যে ব্রিটিশ হাউস অফ কমন্সের সিলেক্ট কমিটির তদন্তে গতিপথে, কীভাবে ব্রিটিশ সরকারই ভুল তথ্য আর বিভ্রান্তির আবরণে তার নিজের অনুসন্ধান কমিটিকে ভুল পথে চলিত করেছিল।
মার্কিন কংগ্রেসের হাউস ব্যাঙ্কিং কমিটি-র চেয়ারম্যান, নির্ভীক বিবেকবান সেনেটর হেনরি গঞ্জালেস তাঁর রিপোর্টে জানিয়েছেন, যে কীভাবে প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশের প্রত্যক্ষ মদতে, বেআইনিভাবে সাদ্দাম হোসেন কুয়েতে অনুপ্রবেশের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সব ধরনের মার্কিন সাহায্য ও আশ্বাসে আগ্রাসী হয়ে উঠেছিল!
সেনেটের গঞ্জালেস তাঁর রিপোর্টে জানিয়েছিলেন-- 'Bush courted Saddam Hussaein with a reck less abandon that ended in war and the deaths of dozens of our brave soldiers and over 200,000 Muslims, Iraqis and others. With the backing of the President, the State Department and National Security Council Staff conspired in 1989 and 1990 to keen the flow of US credit, technology and intelligence information flowing to Iraq despite repeated warnings by several others agencies and the availability of abundant evidence that Iraq used US bank loans to pay for US technology destined for Iraq's missile, nuclear, chemical and biological weapons programs.'
সেনেটের গঞ্জালেস তাঁর রিপোর্টের শেষে বলেছিলেন যে, শুধু রাষ্ট্রসংঘের ধারাগুলি অমান্য করা হয়নি, জেনিভা কনভেনশনের প্রতিটি সিদ্ধান্তকেই ভাঙা হয়েছে চরম ঔদ্ধত্যে।

যদিও ক্ষমতার বিদ্ধে, বিশেষত রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিদ্ধে মানুষকে মাথা উঁচু করে দাঁড় করানোটা সহজ নয়, কিন্তু যখন ম
ানুষ সাহসে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ায়, তখন সাফল্য নিশ্চিতভাবেই আসে।
এখন অন্য ধরনের একটা বিচার ব্যবস্থা চাই। নতুন অপরিমেয় জীবনীশক্তির এক আন্তর্জাতিক সংগঠনের ন্যায়বিচার ক্ষমত
াশালী আর বিজয়ীদের ন্যায়বিচারে পরিণত হবে। মানবতার শত্রু আর মানব ইতিহাসের নৃশংস অপরাধীদের কাঠগড়ার
ধারেকাছেও আনা যাবে না। এবং আরও বেআইনি অপরাধমূলক যুদ্ধে এই ঝি বারে বারে বিপর্যস্ত হবে।
।। তেরো ।।
ক্লার্ক কমিশন গণ মাধ্যমে প্রচারিত আর একটি মীথকে অনুসন্ধানের গতিপথে উন্মুক্ত করেছে। সংক্ষিপ্ততমযুদ্ধ, অসামরিক
জনসংখ্যাকে অক্ষত রেখে, সামরিক অবগঠনকে ধবংস করার যুদ্ধ -- ইরাকের বিদ্ধে মার্কিন সন্ত্রাসবাদী বর্বর হামলাকে
অত্যাধুনিক হাইটেক ওয়ার হিসাবে লাগাতার প্রচার চালিয়েছে মার্কিন প্রচার মাধ্যম। একই সঙ্গে বা ফুটবল খেলার স্কে
ারশীটের মতই এই যুদ্ধে মৃতদের সংখ্যাটা যারা লিখেছিল-- ইরাক--- ২০০০০০। কুয়েত--২০০০ এ্যালায়েড ফোর্স --
- ১৩১। কিন্তু যুদ্ধে নিহতদের বিশাল সংখ্যাধিক্যের সামনে দাঁড়িয়ে পেন্টাগন সূত্র থেকেবলা হচ্ছে যে গাল্ফ ওয়ারে মা
র্কিনীদের নিক্ষিপ্ত বিস্ফোরকের মধ্যে মাত্র ৭ শতাংশ ছিল 'High-tech smart bombs programmed to hit their
targets' ।
কিন্তু প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে সম্পূর্ণ বিপরীত। ইরাক যুদ্ধে বর্ষিত ৮৮৫০০ টন বিস্ফোরকের মধ্যে ৭০ শতাংশই তাদের ঘো
ষিত লক্ষ্যে আঘাত হানেনি। কেননা তাদের লক্ষ্যই ছিল ঘনবসতিপূর্ণ এলাকাগুলি। লক্ষ্য ছিল হাজারহাজার মানুষের অ
াশ্রয়স্থল বিদীর্ণ করা। লক্ষ্য সরাসরি সমস্ত মানুষকে হত্যা করা।
ক্লার্ক কমিশনের স্থির সিদ্ধান্ত -- মার্কিন এবং তাদের নেতৃত্বে এ্যালায়েড় ফোর্সের ঘোষিত এবং প্রকৃত লক্ষ্যের মধ্যে কামুফ্ল
াজ ছিল।
গণ মাধ্যমে ইরাক যুদ্ধের প্রথম সপ্তাহ থেকে প্রচার করা হয়েছে যে, মার্কিন নেভি অভূতপূর্ব বীরত্বের সঙ্গেই ইরাকের
কেমিক্যাল ওয়ারহেডগুলি ধবংস করেছে। কিন্তু যা বলা হয়নি, তা হল, যুদ্ধের মাত্র কিছুদিন আগেই মার্কিন - ব্রিটিশ সন্ত্র
াসবাদীরাই কেমিক্যাল ওয়ারফেয়ারের অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে ইরাকের অস্ত্র সম্ভার সাজিয়ে দিয়েছিল।
শুধু সংবাদমাধ্যম নয়, এই ভয়াবহ রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদের সমর্থনে বিশাল বাজেটের চলচিচত্র, ভিডিও সারা দুনিযায়
ছড়িয়ে দিয়ে মর্মান্তিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত লক্ষ লক্ষ নিহত নিরপরাধ মানুষদের ভিলেন বানিয়ে পরিত্রাতার চেহারা দিয়েছিল
মার্কিন রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদ। ভিয়েতনাম যুদ্ধের একই কৌশল গ্রহণ করা হয়েছিল আফগানিস্তান আর ইরাক যুদ্ধে। বিগ ল
াই, ডেজার্ট স্টর্ম, ডেজার্ট শীল্ড, দি হিউম্যান শীল্ড--- ইরাক আর আরবদের বিদ্ধে সারা বিশ্বছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল
অসংখ্য চলচিচত্র।
এদেরই প্রচার মাধ্যমে এই যুদ্ধকে খ্রীষ্ট আর ইসলামের মধ্যে চিরন্তন বৈরিতার ধর্মযুদ্ধ হিসাবেও প্রচার করা হয়েছিল।
।। চোদ্দ ।।
অতলস্পর্শী মিথ্যা প্রচারের ধুলিঝড়ে সাদ্দাম হোসেনকে বর্তমান পরিবেশ দূষণের সবচেয়ে ঘৃণিত অপরাধী হিসাবেও
চিহ্নিত করা হচ্ছে।
মার্কিন এবংং ব্রিটিশ প্রচার মাধ্যমে লাগাতার প্রচার করা হয় যে, অধিকৃত কুয়েতে, সাদ্দাম হোসেনের নির্দেশে ইরাক বা
হিনী দুটি বিশাল কুয়েতি ট্যাঙ্কার থেকে দিনে চল্লিশ লক্ষ গ্যালন ক্রুড অয়েল উপসাগরে ফেলতে শুকরে।
পরিবেশ দূষণের ভয়ঙ্কর অপরাধী সাদ্দাম হোসেন- কে জর্জ বুশ অপরাধপ্রবণ মনোবিকলনের শিকার এক উন্মাদ বলে
চিহ্নিত করেছেন।
যুদ্ধের পরে ক্লার্ক কমিশনের তদন্তে জানা গেছে, ঐ দুটি ট্যাঙ্কারে ইচ্ছাকৃতভাবে মার্কিন বোমাই আঘাত হানে।
১৯৯১, ১৬ মে থেকে ১২ জুন, এক নিবিড় সমীক্ষা - রিপোর্ট ইরাক যুদ্ধে প্রাকৃতিক পরিবেশের ক্ষয়ক্ষতির গভীরতার স
ামান্য আঁচ পাওয়া যায়।
মার্কিন এবং এ্যালায়েড ফোর্সের হামলায় কুয়েতে প্রতিদিন প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ ব্যারেল তেল উপসাগরে পড়ে। মার্কিন
যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিদিন যতটা তেল আমদানি করা হয়, এটা তার সমান।

পাঁচশো একর ঘন অরণ্য জ্বালিয়ে যে পরিমাণ তাপ পাওয়া যায়, প্রজ্বলন্ত তেলের কুয়োগুলি ততটা পরিমাণ তাপ উৎপন্ন করেছিল -- আট কোটি ষাট লক্ষ ওয়াটের হিট এনার্জি।

দৈনিক ঝিজুড়ে জৈব জ্বালানির দহনে যে কালিঝুলি, ধূলিকণা পরিবেশে মেশে, তার ত্রিশ শতাংশ ইরাকও কুয়েতের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে প্রতিদিন পরিবেশে মিশেছে। ৩৬ হাজার মেট্রিক টন ধুলো, ধুঁয়ো কালিঝুলি।

দৈনিক ফসিল ফুয়েল এবং জৈব জ্বালানি থেকে বিশ্বে যে পরিমাণ কার্বন -ডাই - অক্সাইড এমিশন হয়, উপসাগরীয় যুদ্ধে ইরাক - কুয়েত থেকে তার পাঁচ শতাংশ CO2 এমিশন হয়েছে, যার পরিমান ৪৫ লক্ষ মেট্রিক টন।

বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ব্যবহারের কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিদিন যে পরিমান সালফারডাই অক্সাইড এমিশন হয় তার প্রায় ১১০ শতাংশ SO2 এমিশন হয়েছে এই যুদ্ধে। এই ভয়াবহ পরিবেশে দূষণের জন্য দায়ি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং এ্যালায়েড ফোর্স।

।। পনেরো ।।

শুধু রাসায়নিক এবং জীবাণু যুদ্ধের প্রস্তুতি নয়। যে অস্ত্র ভাণ্ডারের পরিদর্শনের দাবিতে ইরাকের অবশিষ্ট জীবনীশক্তি ধবংস করার লক্ষ্যে দ্বিতীয় যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়ার চক্রান্ত শু হয়েছে, তার চাইতে বহুগুণ বিপর্যয়কর যুদ্ধ প্রস্তুতি চলছে মার্কিনীদের প্রশ্রয়পুষ্ট ইজরায়েলের সামরিক গবেষণাগারে।

ইজরায়েল কি আরব জাতিগোষ্ঠীকে নিশিহ করার জন্য Ethno - Bomb তৈরি প্রচেষ্টায় সফল হয়েছে? দ্য সানডে টাইমসের UZI Mahanaimi -এর Marie Colvin সম্প্রতি নতুন করে মার্কিন হামলার হম্বিতম্বির মধ্যে এ প্রশ্ন তুলেছেন।

ইরাকের বিদ্ধে রাসায়নিক আর জীবাণু মারণাস্ত্র মজুতের অভিযোগে মার্কিন ব্রিটিশ সামরিক কুচকাওয়াজ যখন শু হয়েছে তখন রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদের এই দুই প্রধান শক্তির সস্নেহ প্রশ্রয়ে ইজরায়েল এমন এক বায়োলজিক্যাল ওয়েপন তৈরির কাছাকাছি চলে এসেছে, যে অস্ত্রে শুধু আরবদেরই নিকেশ করা যাবে নিঃশেষে, ইজরায়েলএবং পাশ্চাত্যের সামরিক গোপন সূত্র থেকে এই প্রচেষ্টার সমর্থন মিলেছে।

সুনির্দিষ্ট এথনিক অরিজিনকে লক্ষ্য করে ঐ অস্ত্র ব্যবহার করা হবে।

কোনরকম সতর্কতা ছাড়াই ইরাকের ওপর এই শতাব্দীর বৃহত্তম সামরিক অভিযান শু করার হুমকি দিচ্ছেন বিল - ক্লিন্টন, ঠিক তখনই এই হামলার স্বপক্ষে নতুন নতুন কল্পিত অভিযোগ তৈরি হচ্ছে ইরাকের বিদ্ধে। ১৯৯০ -এর গাল্ফ ওয়ারে যে অকল্পনীয় সাজানো অভিযোগ তৈরি করা হয়েছিল ধনকুবের অনাবাসী কুয়েতিদের দিয়ে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কুয়েতি রাষ্ট্রদূতের কিশোরী কন্যাকে দিয়ে ইরাকি সৈন্যদের পাশবিকতার স্নায়ুবিদারক গল্প শোনানো হয়েছিল মার্কিন সেনেটে, সেই কৌশলের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে ১৯৯৮-এর আঘাত হানার প্রস্তুতিতে।

নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে লেবার পার্টির সদস্যদের কাছে সতর্কতার এক চূড়ান্ত গোপনীয় সংবাদ পৌছে যায় দশ নং ডাউনিং স্ট্রিট থেকে। তাতে বলা হয়েছে যে, সাদ্দাম হোসেন মাত্র দু - এক সপ্তাহে পিছিয়ে আছে তাঁর ভাঁড়ারের স্কাড মিসাইলগুলির মাথায় জীবাণু যুদ্ধের ভয়ঙ্কর মারণাস্ত্র বসানোর কাজে। আর ব্রিটিশ সাংসদরা তো জানেনই যে ১৯৯১ -এর যুদ্ধে সাদ্দাম স্কাড মিসাইলের হানায় সহনশীল ইজরায়েলকে সহ্যের শেষ সীমায় পৌঁছে দিয়েছিল।

সুতরাং আত্মরক্ষার প্রয়োজনেই চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষণা - লব্ধ অত্যাধুনিক জাতিগত জেনেটিক বৈশিষ্ট্যের তথ্যাবলীর ওপর নির্ভর করে ইজরায়েল ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাস তৈরির গবেষণায় সাফল্যের কাছাকাঠি পৌঁছে গেছে। যেগুলি শুধুমাত্র আরব জাতিগোষ্ঠীর নির্দিষ্ট জেনেটিক বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রেই বিধবংসী হয়ে উঠবে বা ডি এন এ - গুলিকে ভাঙবে। ইজরায়েলের Ethno - Bomb নির্মাণের পেছনে এই ভয়ঙ্কর উদ্দেশ্য কাজ করছে।

Mahanaimi এবং Marie Colvin তাঁদের রিপোর্টে লিখেছেন, “In developing their ‘ethno-bomb’, Israeli scientists are trying to exploit medical advances by identifying distinctive genes carried by some Arabs, then create a genetically modified bacterium or virus. The intention is to use the ability of viruses and certain bacteria to alter the DNA inside their host’s living cells. The scientists are trying to engineer deadly micro-organisms that attack only those bearing the distinctive genes.”

মহানাইমি এবং কলভিন Nes Tziyona, ইজরায়েলের গোপন রাসায়নিক আর জীবাণু যুদ্ধের মারণাস্ত্রের গবেষণাকেন্দ্রে এই গবেষণা চলছে, এই তথ্যও জানিয়েছেন। জৈব-রাসায়নের যাদুকরী ক্ষমতা সম্পর্কে ইজরায়েলের এক শীর্ষস্থানীয়

বিজ্ঞানীর এক গোপন আলোচনা উদ্ধৃত করে তাঁরা জানাচ্ছেন জটিল এবং কঠিন এই কাজে প্রধান সমস্যা হল আরব এবং ইজরায়েলীরা জাতিগতভাবে একই জেনেটিক উৎস থেকে এসেছে। কিন্তু সেই বিজ্ঞানীর জবানিতে--- 'We have however, succeeded in pinpointing particular characteristics in the genetic profile of certain Arab communities, particularly the Iraqi people.' অনিবার্য মৃত্যুর এই অর্গানিজম জল এবং বায়ু বাহিত, ফলে ইরাকিদের পানীয় বা ব্যবহার্য জল এই অস্ত্রের ভ্রম নিঃসরণ ধুন্ধুমার কাণ্ড বাঁধিয়ে দিতে পারে।

এই জটিল এবং কার্যত অপ্রতিরোধ্য মারণাস্ত্র নির্মাণের জন্য সারা বিশ্বের সহধর্মী সফল গাবেষণার ফলাফল এবং বিজ্ঞানীদের অনুধাবন তাঁরা সংগ্রহ করেছেন।

দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণ বৈষম্যবাদী বর্বর শ্বেতাঙ্গ শাসনের শেষে নেলসন ম্যান্ডেলা এবং দক্ষিণ আফ্রিকার কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে তাদের পাশবিক অপরাধের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে Truth and Reconciliation Commission গঠিত হয়েছিল। সেই কমিশনের অনুসন্ধানের গতিপথে দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবৈষম্যবাদী শ্বেতাঙ্গ শাসনের সময়ে কালো মানুষদের বিদ্ধে নিকৃষ্ট অপরাধমূলক নানান বৈজ্ঞানিক গবেষণার কথা জানা যায়।

দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ শাসনের সময়ে কেমিক্যাল অ্যান্ড বায়োলজিক্যাল ওয়ারফেরার প্লান্টের গবেষণাকেন্দ্রে সর্বোচ্চ দায়িত্বে ছিল ডান গ্যাসেল। ডঃ ডন জানিয়েছিলেন যে, ১৯৮০ সালে তাঁর গবেষকদলকে শুধুমাত্র কৃষ্ণাঙ্গদের বিদ্ধে ব্যবহারের জন্য এক ধরনের পিগমেন্টেশন ওয়েপন নির্মাণের নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু নানান পরীক্ষা - নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে সেই অস্ত্র নির্মাণের প্রচেষ্টা সাফল্যের কাছাকাছি এসেও সফল হয়নি, কার্যত আভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ, সেটাকে বর্ণবৈষম্যবাদী ভাষায় অন্তর্ঘাত বলা হয়, সম্মিলিত অন্তর্ঘাত এর ফলে সেই অস্ত্র সাফল্যের মুখ দেখেনি। ডঃ ডান তাঁর বক্তব্যের স্বপক্ষে গবেষণালব্ধ সমস্ত অনুধাবন, স্যাম্পল টেস্ট রিপোর্ট ইত্যাদি তথ্য কমিশনের কাছে জমা দিয়েছিলেন।

ইরাকের বিদ্ধে ইজরায়েলের 'Ethno – bomb' নির্মাণের বিদ্ধে ইজরায়েলি পার্লামেন্ট (Knesset) সদস্য ডেডি জাখার (Dedi Zucker) দৃঢ়তার সঙ্গে খে দাঁড়িয়েছেন। পার্লামেন্টে তাঁর জোরালো বিরোধিতা ইজরায়েলি বামপন্থী এবং সাধারণ জনমতকেও বিতর্কে টেনে এনেছে। ডেডি জাখার বলেছেন যে, লাজি ডেথ ক্যাম্পে এই ধরনের অস্ত্র নির্মাণের জন্য, হিটলারের নির্দেশে অসউইছার নাৎসি বিজ্ঞানী ডাঃ জোসেফ মেঙ্গেল (DR. Josef Mengele) জেনেটিক এক্সপেরিমেন্টের নামে ইহুদিদের ওপরে অচিন্তনীয় শারীরিক পীড়ন চালিয়েছিল, হাজার হাজার ইহুদি অবর্ণনীয় যন্ত্রনায় নাৎসি গবেষণাগারে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। জীব বিজ্ঞানের যে গবেষণায় গিনিপিগ কিংবা বাঁদরের ওপরে পরীক্ষা - নিরীক্ষা চালানো হয়, সেই নারকীয় গবেষণা চালানো হয়েছিল মানুষের ওপর, তাও বিজ্ঞানের সাধনার নামে -- এই নিদারণ যন্ত্রণা আর মনুষ্যত্বের মর্যাদা পুনদ্ধারের জন্যই তো ইহুদি ইজরায়েলের জন্ম, সেই ইজরায়েলে, এই শতাব্দীর সবচেয়ে যন্ত্রণাবিদ্ধ পীড়িত মানবাত্মার প্রতীক ইহুদিদের নিজেদের রাষ্ট্রে নাৎসিবাদকে নতুন করে যারা জন্ম দিতে চলেছেন, ইহুদিরা তাদের প্রতিরোধ করবেই। দেড় কোটি ইহুদির নির্মম হত্যাকারী হিটলারকে কি নিজেদের গর্ভে ধারণ করবে ইহুদিরাই? ডেডি জাখার সারা বিশ্বের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন ইহুদিদের--- কাছে গবেষণার নামে ইহুদি রাষ্ট্রের নাৎসিবাদকে ফিরিয়ে আনার সন্ত্রাসবাদী চক্রান্তকে প্রতিহত করার আহ্বান জানিয়েছে।

ইজরায়েলে এই প্রচেষ্টা সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও অবহিত আছে। ইরাকের বিদ্ধে কেমিক্যাল আর বায়োলজিক্যাল ওয়েপন্ মজুত ও নির্মাণের অভিযোগে যারা আর একটা বিধবংসী যুদ্ধ চাপিয়ে দেবার কুচকাওয়াজ শু করেছে, সেই রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদী মার্কিনীরাই আবার ইজরায়েলের এই প্রচেষ্টায় খুবই উৎফুল্ল।

মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব উইলিয়াম কোহেন জানিয়েছে যে, '…Countries working to create certain types of pathogens that would be ethno specific.'

মার্কিন এবং পাশ্চাত্যের কয়েকটি দেশের শীর্ষস্থানীয় বিজ্ঞানী কোহেনের বক্তব্যে ইজরায়েলকেই উল্লেখ করা হয়েছে বলে জানিয়েছে। শুধু তাই নয়, সমগ্র ধনতান্ত্রিক বিশ্বে মিলিটারি বাইবেল হিসাবে গণ্য করা হয় যে সাপ্তাহিক পত্রিকাটিকে, যারা সারা দুনিয়ার প্রতিরক্ষা-গবেষণা, নতুন মারণাস্ত্রের পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রামাণ্য তথ্য সম্পর্কে যথার্থই ওয়াকিবহাল থাকে, সেই জেন ডিফেন্স ম্যাগাজিনও এই সংবাদের সত্যতা সমর্থন করেছে।

এই সাপ্তাহিকে বলা হয়েছে, 'Israeli scientists have used some of the South African research trying to develop an 'ethnic bullet' against Arabs. Israelis discovered aspects of the Arab genetic make –

up by researching on Jews of Arab origin especially Iraqis.'
এই সব গবেষণার টেকনিক্যাল রিপোর্টের প্রামাণ্যতায় শংকিত বৃটিশ মেডিক্যাল এ্যাসোসিয়েশন জেনেটিক উপাদানে নির্মিত জীবাণুই মারণাস্ত্র সম্পর্কে তাদেরর নিজস্ব অনুসন্ধানলব্ধ রিপোর্ট জানুয়ারি ৯৯-এর মধ্যে প্রকাশ করবে বলে জা নিয়েছে।
Dr. Vivienne Nathanson, শীর্ষস্থানীয় বৃটিশ চিকিৎসা-বিজ্ঞানী, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারদের এই অনুসন্ধান কমিটির দা য়িত্বে আছেন।
Dr. Nathanson বলোছেন 'With an ethnically targeted weapon, you could even hit groups within a population. The history of warfare, in which many conflicts have an ethnic factor, shows us how dangerous there could be.
British Biological Defence Establishment: Porton Down অনুসন্ধান কমিটির কাছে মতামত দিয়েছে যে-- বেশ কয়েক বছর আগেই তত্ত্বগতভাবে এই ধরনের অস্ত্র নির্মাণে একশ শতাংশ সাফল্য প্রমাণিত হয়েছে।
।। ষোলো ।।
ভিয়েতনাম যুদ্ধের পরাজয় এই বিশ্বের সমস্ত দাগি রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদীদের আচ্ছন্ন করেছিল গভীর অবসাদে। মাত্র সাড়ে তিনকোটি মানুষের দরিদ্র ভিয়েতনাম, বীরত্ব দেশপ্রেম আর মহাকাব্যিক পরাক্রমে খড়, মাটি, দড়িদড়া ছিঁড়ে অনাবৃত করেছিল কয়েক শতাব্দীর ঔপনিবেশিক লুন্ঠন অর্জিত সম্পদ আর সামরিক মাস্তানির দম্ভকে। সেই অবসাদের গভীর তলদেশ থেকে মার্কিন সন্ত্রাসবাদকে টেনে তুলেছিল হলিউডের চলচ্চিত্র শিল্প। মার্কিন হীনমন্যতার পরিত্রাতা হিসাবে জন্ম নিয়েছিল সেলুলয়েডের বীর র‍্যাম্বো। বাস্তবের নিদাণ পরাজয়ের জবরদস্ত প্রতিশোধ নিয়েছিল সেই মাস্তান, চলচ্চিত্রে পর্দ ায়।
সেই জন র‍্যাম্বো এখন মার্কিন জীবনধারায় ফাদার ফিগার। জাতির জনক জর্জ ওয়াশিংটনের মতই নির্মোহ ঔদাসীন্যে ভবিষ্যতের প্রতিটি মার্কিন প্রেসিডেন্টের জন্য যিনি রেখে গিয়েছিলেন সেই বিখ্যাত নির্দেশনামা --- রেড ইন্ডিয়ানরা ম ানুষের অবয়বে পশুই। যেভাবে আমরা বিপুল সংখ্যায় নেকড়ে নিধন করে বাসযোগ্য করেছি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রকে -- ইন্ডিয়ানদেরও সেইভাবে নিকেশ করতে হবে।
নভেম্বর, ১৯৯৮, ফাদার র‍্যাম্বো ঝিভ্রমণে বেরিয়েছেন সেই বার্তা নিয়েই।

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com